সুমিতা দেবী বলেন ...

'আসিয়া' খ্যাত এক সময়ের সাড়া জাগানো মিষ্টি নায়িকা ও সফল অভিনেত্রী সুমিতা দেবী। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পী হিসাবে তিনিই প্রথম অভিনয় করেন পশ্চিম পাকিস্তানের ছবি 'ধূপছায়া'তে। স্বাধীন দেশের প্রথম ছবি ওরা এগারো জন, আমার জন্মভূমিসহ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেশক'টি ছবিতে অভিনয় করেছেন সুমিতা দেবী। নিজস্ব প্রোডাকশন থেকে তৈরি করেছেন আগুন নিয়ে খেলা, মোমের আলো, মায়ার সংসার, আদর্শ ছাপাখানা ও নতুন প্রভাত– এ পাঁচটি ছবি। এক সময়ের দুর্দান্ত অভিনেত্রী আজ বয়সের ভারে ও অসুস্থতায় জর্জরিত ন্যুব্জ প্রায়। বর্তমান ব্যস্ততা সম্পর্কে বলেন, সুস্থ পরিবেশের অভাবে ছবিতে অভিনয় করছি না। এখনকার ছবির ক্যারেক্টারে অভিনয় করার যোগ্য নই আমি। রেডিও-টেলিভিশন ডাকে না। প্যাকেজ নাটকে ডাকলে অভিনয় করি।

উত্তাল মার্চ

২৩ মার্চ পতাকা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। ২৬ মার্চে মিটিং ছিল প্রোডিউসার এ্যাসোসিয়েশনের। মিটিংয়ে অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। আতা ভাই বললেন, তাড়াতাড়ি বাসায় যাও, শহরের অবস্থা গরম। মনে হলো, ভেতরে ভেতরে বড় রকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তবে মুখে কেউ কিছু বলছে না। স্কুটারে চলে এলাম। সমস্ত এলাকা থমথমে। বাড়িগুলো সব অন্ধকার। দোকানপাট বন্ধ। পাশের বাড়ির এসপি সাহেবকে দেখে আমিও বাড়ির ছাদে জাতীয় পতাকা ও কালো পতাকা তুলি। জুপিটার ফিল্মসের কাশেম সাহেব প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি কৌশলে নামান আমার ছাদের পতাকা দু'টি। এমনকি তাঁর বাড়ির স্টোর রুমে লুকিয়ে রেখে হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা করেন আমাকে ও আমার সন্তানদের। আর এসপি সাহেব সেদিনই শহীদ হন হানাদারদের গুলিতে পতাকা উত্তোলনের কারণে। এরপর সন্তানদের নিয়ে চলে যাই এফডিসিতে। নায়ক রাজ্জাকের নিজস্ব মেকাপরুমে। অনেক মুক্তিযোদ্ধার শেল্টারের ব্যবস্থা হয়েছিল এফডিসিতেই। তাঁদের নামে ডিরেক্টর ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা। এর কিছুদিন আগেই 'নতুন প্রভাত' ছবিতে অভিনয় করেছিল আমার ছেলে বিপুল ও অনল। ওদের ন্যাড়া করেছিলাম যাতে কেউ চিনতে না পারে। নয় টাকা দিয়ে একটি বোরকা কিনলাম। কেননা, এ সময় ঢাকা ছাড়া জরুরী হয়ে পড়েছিল। সেতার বাদক খুরশীদ ভাই, আমি, চার বাচ্চা, খসরু নোমান ও মুস্তাফা মাহ্‌মুদ চান্দিনা থেকে নদী পার হয়ে প্রথম আগরতলা ও পরে কলকাতা পৌঁছি। সেখানে প্রচুর নাটক ও ছবিতে অভিনয়ের অফার পেলেও করিনি। কিছুদিন পর আমরা মঞ্চস্থ করি মুস্তাফা মনোয়ার মন্টু সাহেবের লেখা মুক্তিযুদ্ধের নাটক। কানপুর, মুম্বাই, লক্ষ্ণৌ বিভিন্ন জায়গায় নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে জনমত তৈরির কার্যক্রম চালাই আমরা। ভেবেছিলাম, স্বাধীন দেশে ফিরে যে যার কাজে লেগে যাব। কিন্তু চারপাশে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট তৈরির ধান্দাসহ বিভিন্ন নেতিবাচক বিষয় ঘটতে দেখি যা দুঃখজনক।

ইয়ে সুমিতা দেবী কেয়া হ্যায়?

আমার মুসলমান নাম নিলুফার বেগম। মামুন ভাইয়ের নাটক 'শাজাহান' করতে গেছি। গেটে কার্ডে নাম দেখে আটকায়। নিলুফার বেগম ওরফে সুমিতা দেবী। ইয়ে সুমিতা দেবী কেয়া হ্যায়? বললাম, ইয়ে ফিল্মী নাম হ্যায়। য্যায়সে ইউসুফ খান দিলীপ কুমার হোগেই।

এত বছর পরেও এ্যালটমেন্ট পাইনি বাড়ির

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার হিসাবে ১/১৯ হুমায়ুন রোডের বাড়িটিতে এত বছর আছি অথচ এখনও এ্যালটমেন্ট পাইনি। বরং রাষ্ট্রপতি জিয়া ও এরশাদ সরকারের আমলে দু'দুবার এ বাড়ি থেকে উৎখাতের চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পক্ষের সরকার ক্ষমতায় থাকতেও কি বাড়ির এ্যালটমেন্ট আশা করতে পারি না?

প্রসঙ্গ ॥ জহির রায়হান

জহির রায়হান অসাধারণ মানুষ ছিলেন। এমন মানুষ খুব কমই হয়। আর তার কাজের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বড় কাজের পিছনে কারও না কারও হাত থাকে। জহির কিছু লিখলে বড় ভাইকে দেখাতেন। জহিরের কাছে শুনেছি, এক সময় তার অনেক লেখা কারেকশন করেছেন রাবেয়া আপা।

মানুষের ভেতর থেকে অভিনয় বের করে আনার এক চমৎকার ক্ষমতা ছিল তাঁর। একজন শিল্পী হিসাবে বলব পরিচালক জহির, নির্মাতা জহির অনেক উঁচু মাপের ছিলেন। সমগ্র পাকিস্তানে প্রথম কালার ছবি 'সনম' ও প্রথম সিনেমা স্কোপ ছবি 'বাহানা' জহির রায়হানের তৈরি। 'জীবন থেকে নেয়া' মাইলস্টোন হয়ে থাকবে এ দেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে। তাঁর অসম্পূর্ণ ছবি স্টপ জেনোসাইড কমপ্লিট করার জন্য দেখানো হয়েছিল পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে। তিনি বলেন, এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। এর জন্য জহিরের মতো চিন্তাধারা ও মানসিকতার ব্যক্তির প্রয়োজন। তিনি প্রস্তাব করেন ঋত্বিক ঘটকের নাম। অবশ্য সে সময় ঋত্বিক সাহেব অসুস্থ, বিছানায় পড়া। এখন পর্যন্ত স্টপ জেনোসাইড বিষয়ে আর কিছু করা যায়নি।

একটি গান দু'টি সুরে

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্ক্রিপ্ট লিখলেন জহির 'একটি গান দু'টি সুরে'। এ ছবির কাজ শুরু করতে চাইলে এর পরিবর্তে আমাদের অনুরোধে 'সঙ্গম' ছবি তৈরি করা হলো। একটি গান দু'টি সুরে ছবির কাস্টিং করার কথা ভাবা হয়েছিল রহমান (নায়ক) আমি (নায়িকা), রাজ্জাক, সুভাষ দত্ত, মাধুরী চ্যাটার্জী, সাইফুদ্দিনের। এর গীতিকার জহির রায়হান। সুরকার মালেক মনসুর। আজ এত বছর পর আমরা বীরাঙ্গনাদের কথা বলি অথচ এ ছবিতে জহির তৈরি করেছে বীরঙ্গনার চরিত্র সেই কতকাল আগে। এখন আমার একমাত্র স্বপ্ন জহিরের এ স্ক্রিপ্ট সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দী করা। ডিরেকশন নিজেই দেব। নায়ক-নায়িকা হিসাবে নতুন ছেলেমেয়েদের নেব। ছেলেরা এ লাইনেই এসেছে অথচ ওদের বুদ্ধি দেবে গাইড করবে যে, সেই মানুষটিই নেই।

মিরপুরের বধ্যভূমি

৩০ জানুয়ারি আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মিটিং হওয়ার কথা ছিল ঢাকার রমনা পার্কে। সুভাস দত্ত, নারায়ণ ঘোষ মিতা, হাসান ইমাম, আমি অপেক্ষা করছি জহিরের জন্য। কিছুক্ষণ পর আলমগীর কবির সাহেব এসে জানালেন, বড় ভাইয়ের খোঁজে জহিরের যাওয়ার বিষয়টি।

কিছুদিন আগে মিরপুরের বধ্যভূমি খোঁড়া হলে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সেদিন (স্বাধীনতার পর) জহির রায়হানকে দেখেছিলেন বলে দাবি করেছেন। এতকাল পর তাঁরা একথা বললেন। সেদিন তাঁরা মুখ খোলেননি। স্বাধীন দেশের মাটিতে জহিরকে এভাবে হারিয়ে যেতে হলো কেন? এ কোন্ নিষ্ঠুরতা? এত বছর পর উদ্ধারকৃত খুলি ছুঁয়ে ছেলেকে অনুভব করতে হয় শহীদ বাবার অস্তিত্ব! নাত্‌নি 'ভাষা' আমাকে বলে দাদি, পার্থ চাচাকে বলনা আমার দাদার খুলিটা নিয়ে আসতে। বাড়ির সামনে খোলা জায়গাতে কবর দেব ঐ খুলির। প্রতিদিন আগরবাতি জ্বেলে জিয়ারত করব। এমন মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা তো চাইনি। আপনজনদের হারিয়ে পেয়েছি বাংলা আর একটা পতাকা ঠিকই। কিন্তু আজ? মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এতটুকু অবশিষ্ট নেই। স্বাধীন দেশের চলচ্চিত্রে নিজস্ব সংস্কৃতির লেশ মাত্র নেই।

রীতা নাহার